

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

41143 - বশে বিশে হিজ্জ করব; নাকি একবার হিজ্জ আদায় করাই যথেষ্ট

প্রশ্ন

প্রশ্ন: একাধিকবার হিজ্জ করা উত্তম; নাকি একবার হিজ্জ করাটাই উত্তম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

ফরজ হওয়ার দিক থেকে হিজ্জ জীবনে একবার করাই ফরজ। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খোতবা দিলেন এবং বললেন: হে লোকসকল, আল্লাহ তোমাদের উপর হিজ্জ ফরজ করছেন; অতএব তোমরা হিজ্জ আদায় কর। এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল, প্রতি বছর? তিনি চুপ করে থাকলেন। এমনকি সে লোক কথাটি তিনি উচ্চারণ করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমি যদি হ্যাঁ বলি তাহলে ফরজ হয়ে যাবে; কিন্তু তোমরা তা আদায় সক্ষম হবে না। এরপর বললেন: আমি যদি কোন বিষয় এড়িয়ে যাই তোমরা সে বিষয়ে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং নবীদের সাথে মতভেদে করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ প্রদান করি তখন যতদূর সম্ভব সঠিক বাস্তবায়ন কর; আর যা কিছু থেকে তোমাদেরকে বারণ করি সঠিক থেকে বরিত থাক। [সহিহ মুসলিম (১৩৩৭)]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আকরা বনি হাবসে (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসে করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, হিজ্জ কি প্রতিবছর; নাকি একবার মাত্র? তিনি বললেন: একবার মাত্র। যে ব্যক্তি একাধিকবার করবে সঠিক নফল। [সুনানে আবু দাউদ (১৭২১) আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

আর উত্তমতার প্রশ্নে মুসলমান যতবশে হিজ্জ করতে পারে সঠিক উত্তম। এমনকি কেউ যদি প্রতিবছর হিজ্জ করতে পারে সঠিক ভাল। বশে বিশে হিজ্জ আদায় করার ব্যাপারে উদ্বেগ করা হয়েছে। যমেন-

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসে করা হল: কোন আমল উত্তম। তিনি বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞাসে করা হল: এরপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জাহিদ করা। জিজ্ঞাসে করা হল: এরপর কোনটি? তিনি বললেন: হিজ্জে মাবরুর।” [সহিহ বুখারি (২৬) ও সহিহ মুসলিম (৮৩)]

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমনিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি: “যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করল; কিন্তু কোন যত্নাচার কথিবা গুনাহ করল না সঐ অবস্থায় ফরিঐ আসবে ঐ অবস্থায় তার মা তাকে প্ৰসব করছে।”[সহি বুখারি (১৪৪৯) ও সহি মুসলিম (১৩৫০)]

৩. আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তোমরা ঐকরে পর ঐক হজ্জ ও উমরা করতে থাক। কেননা ঐ দুইটি দরদিরতা ও গুনাহ দূর করে; যভেবে কামাররে হাফর লহো ও স্বর্ণরটেপ্যরে খাদ দূর করে। হজ্জে মাবরুররে প্ৰতদিন জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।[সুনানে তরিমযি (৮১০), সুনানে নাসাঈ (২৬৩১), আলবানি সলিসলি সহি গ্রন্থে (°) হাদসিটকি সহি বলছেন]

আল্লাহই ভাল জাননে।